২০২৪-২০২৫ খ্রি. সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের(১.২) ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে (৬.১.১) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনারে উপস্থিতির তালিকা:

তারিখ: ০৯-০৩-২০২৫খ্রি.

ক্র.নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উপস্থিতির স্বাক্ষর
০১	স্মৃতি প্রভা নন্দী উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয় বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী।	
০২	সামছু উদ্দিন চৌধুরী সহকারী পরিদর্শক	উপজেলা সমবায় কার্যালয় বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী।	
০৩	সুজন চন্দ্র মজুমদার সহকারী পরিদর্শক	উপজেলা সমবায় কার্যালয় বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী।	
০৪			
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			
১১			
১২			

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান সংক্রান্ত ০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় কর্মশালা /সেমিনার প্রতিবেদনঃ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান সংক্রান্ত ০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় কর্মশালা /সেমিনার প্রতিবেদনঃ

স্থানঃ উপজেলা সমবায় অফিসার বেগমগঞ্জ নোয়াখালী এর অফিস কক্ষ

তারিখঃ ০৯-০৩-২০২৫

সময়ঃসকাল ১০.০০ ঘটিকা

উপস্থিতি তালিকাঃ(তালিকা সংযুক্ত)

ক্রমিক নং	নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম ও পদবী	উপস্থিতি
০১	স্মৃতি প্রভা নন্দী	উপজেলা সমবায় অফিসার বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী	স্বাক্ষরিত/-
০২	মোঃ সামছু উদ্দিন চৌধুরী	সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়,নোয়াখালী	স্বাক্ষরিত/-
০৩	সুজন চন্দ মজুমদার	সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়,নোয়াখালী	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব মোঃ আমির হোসেন	সভাপতি বিজয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	স্বাক্ষরিত/-
০৫	পিন্টু চক্রবর্তী	সহ-সভাপতি গ্রাম বাংলা যুব সমবায় সমিতি লিঃ	স্বাক্ষরিত/-
০৬	পিন্টু কুমার সুত্রধর	সভাপতি আল-আমিন ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	স্বাক্ষরিত/-
০৭	মোঃ শাহআলম	সভাপতি আদর্শ নাজির পুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার কর্মশালা/সেমিনার নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর সভাপতিত্বে কর্মশালা/সেমিনারের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। সেমিনারে অত্র কার্যালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীগণ ও সমবায় সমিতির কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ০৪ টি স্তন্ভের আলোকে করনীয় বিষয়ক আলোচণা করা হয়।

০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয়ঃ

স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান । যা ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ রুপান্তরের পরিকল্পনা ।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি চারটি । এগুলো হচ্ছে-

১. স্মার্ট সিটিজেন /নাগরিকঃ এই স্তন্ভের আওতায় দেশের সকল নাগরিক প্রযুক্তিগত সুবিধা পাবে ।

২. স্মার্ট ইকোনমি / অর্থনীতিঃ এই স্তন্ভের আওতায় দেশের ইকোনমিকে ডিজিট্যাল করা হবে ।

৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট/সরকারঃ এই স্তম্ভের আওতায় দেশের সরকারী কার্যক্রম গুলো অনলাইন পরিসেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে।

৪. স্মার্ট সোসাইটি/সমাজ: এই স্তম্ভের আওতায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় পুরোপুরি ডিজিটাল করা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মানে এ ০৪ টি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র কে চিহ্নিত কেরে অগ্রসর হলে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরের কোন অবশিষ্ট থাকবেনা। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রুপান্তিরিত হবে। আর স্মাট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনিতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তবর্তীমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসা মাধ্যম পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী টেকশই ও জ্ঞান ভিত্তিক বুদ্ধিদ্বীপ্ত ও উদ্ভাবনী । এক কথায় সব কাজে হবে স্মাট যেমন স্মার্ট শহর,স্মাট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মাট সাস্থ্য সেবা,স্মাট পরিবহন,স্মাট ইউটিলিটিজ ,স্মাট পরিবেশ,নগর প্রশাসন,জন নিরপত্তা,কৃষি ইন্টারনেট সংযোগ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী ,এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যেগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয় ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আগামী বাংলাদেশ হবে স্মাট বাংলাদেশ,ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশ পরিকল্পনা এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরত্ব পুর্ণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত।কেননা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রুপান্তিরিত হয়েছে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশ ও স্মাট দেশের রুপান্তরিত এর পথে অনেক দূর এগিয়ে রয়েছে। তাই দেশের উন্নতির অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে দেশকে অনেকটাই উন্নত বিশ্বের কাছকাছি নেয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে যে সব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকেবে তারাই ব্যবসা বানিজ্য আন্তজার্তিক লেনদেন এবং যোগোযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রুপান্তিরত হবে।বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশে মতই আজ থেকে দেড় যুগ আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশের শতভাগ সফলতা এখনো অর্জিত হতে পারেনি। কিন্তু যতোটুকু অর্জিত অগ্রগতি হয়েছে তাতে ও বাংলাদেশ অনেক দূরে এগিয়েছে, ০২ বছর ধরে করোনা মহামারী বালাদেশে উন্নত দেশের চেয়েও যে কম ক্ষয়ক্ষতি মেনে সুন্দর ভাবে সামাল দিতে পেরেছে তার অনেক কারন এর মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা হচ্ছে,দেশের সবকিছু উন্নত বিশ্বের মত প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলা, যাকে এক কথায় ডিজিটাইলেশন বলা হয়ে থাকে, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি নির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণ যোগ্যতা বেশি, এক সময় বাংলাদেশের পাসপোর্টের গ্রহনযোগ্যতা অনেক দেশে কম ছিল, সেই পাসপোর্ট যখন সম্পূর্ন প্রযুক্তি নির্ভর মেশিন ই-পাসপোর্টে রুপান্তির করা হলো তখণ এর গ্রহন যোগ্যতা অনেক গুন বেড়ে গেল।

ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে সরকার দেশের সব নাগরিক এর জন্য ন্যাশনাল আইডি চালু করেছে,যেহেতু এনআইডি সম্পূর্ন প্রযুক্তি নির্ভর একটি ডকুমেন্ট তাই এর গ্রহণযোগ্যতা শুধুই দেশের অভ্যান্তরেই নয় দেশের বাহিরে অনেক বেশি।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত যে ভাবে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠতে পারেনাই তা স্মাট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিংখাত অতিদ্রুত বিশ্বের সকল স্থান হতে লেনদেন অতি সহজতর হয়ে উঠে ।

স্মাট ফোনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চল হতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জীবন যাপন ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতি সহজ হয়ে উঠে,স্মাট ফোনের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সহ যাবতীয় কার্যক্রম চালু হয়েছে,তাতে করে জনগন অতি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষনা দিলেতই আর স্মার্ট বাংলাদেশের রুপান্তর ঘঠবেনা ,এটি হবে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ ,যেখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের এবং উপযুক্ত লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে,সেই সংঙ্গে প্রয়োজন সুনিদ্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারন এবং সেই লক্ষ প্যেছতে পারে।২০৪১ সাল নাগাদ সত্যিকারের স্মাট বাংলাদেশ হবে নাকি না সম্পূর্ন প্রযুক্তি নির্ভর ,না ম্যানুয়েল পদ্ধতির এক এলোমেলো স্মার্ট বাংলাদেশ হবে,যেমনটা হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে,ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে যা বোঝায় তা খেকে দেশ অনেক দূরে। তাই সত্যিকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিপূর্নতা দিতে হবে সবার আগে এবং এর উপর ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রীড,গ্রীন ইকোনমি,দক্ষতাউন্নয়ন,ফিলাক্সিং পোশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে বেশ জোরেশোরে কাজ চলছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে সময়কে মোকাবেলা করতে ডিজিটাল সংযুক্তির জন্য যতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন,সরকার তার অধিকাংশ সু-সম্পন্ন করেছে। "স্মার্ট বাংলাদেশ"বলতে স্মার্ট নাগরিক,সমাজ,অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তোলা হবে।শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রুপান্তর হবে।

০৯-০৩-২০২৫
(স্মৃতি প্রভা নন্দী)
উপজেলা সমবায় অফিসার
ও
আহব্বায়ক
ই-গর্ভানেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়ন কমিটি
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী।